48th BCS Preli Program

48th BCS Preli Pioneer Service

Daily Live Exam Bangla Literature-01

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের কী নামকরণ করেন?

- A আশ্চর্য চর্যাচয়
- B চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- C চর্যাগীতিকোষ
- D চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ✔

Solution:
কারো মতে গ্রন্থটির নাম, 'আশ্চর্য চর্যাচয়', সুকুমার সেনের মতে, 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' তবে 'চর্যাপদ' সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের নামকরণ করেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়।'

Question 2

রামাই পণ্ডিত রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব গ্রন্থের নাম কী?

- A শূন্যপুরাণ ✔
- B সেক শুভোদয়া
- C ডাকার্ণব
- D শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

Solution:
রামাই পণ্ডিত রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব গ্রন্থের নাম 'শূন্যপুরাণ'। হলায়ুধ মিশ্র রচিত পির মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়া'। এর কোনটি বাংলা ভাষায় রচিত নয়। গবেষকদের মতে, এর রচনাকাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

Question 3

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কোন গ্রন্থকে "Dog Sanskrit" বলেছেন?

A শূন্যপুরাণ

B রামায়ণ

C সেক শুভোদয়া ✔

D প্রাকৃতপৈঙ্গল

Solution:
সেক শুভোদয়া হলায়ূধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত ভাষায় পীরমাহাত্ম্য প্রকাশক কাব্য। এতে ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। প্রচুর ভুল সংস্কৃত থাকায় ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থকে "Dog Sanskrit" বলেছেন।

Question 4

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলন গ্রন্থ কোনটি?

A গীতগোবিন্দ

B পদসমুদ্র ✔

C গোরক্ষ বিজয়

D সঙ্গীত সাধক

Solution:
বৈষ্ণব পদাবলি সাধারণত লিখে রাখা হত না, তাই অনেক কবিতা হারিয়ে গিয়েছে। প্রাপ্ত বৈষ্ণব পদের সংখ্যা সাত থেকে আট হাজার (৭০০০ – ৮০০০)। বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলিত করেন।

Question 5

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর' - কার লেখা?

A. গোবিন্দদাস

B. বিদ্যাপতি ✔

C. জয়দেব

D. চণ্ডীদাস

Solution:
বিদ্যাপতি ছিলেন একজন বৈষ্ণব কবি এবং পদসঙ্গীত ধারার রূপকার। তিনি মৈথিলি অবহটঠ ও সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন। তার রচিত পদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হলো:
'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।'

Question 6

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য কার অনুরোধে রচিত হয়?

A. জমিদার শ্রীজীব গোস্বামী

B. রাজা রঘুনাথ রায় ✔

C. জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র

D. কোনটিই নয়

Solution:
'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মেদিনীপুরের রাজা রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। চণ্ডীদেবীর কাহিনি অবলম্বনে এ কাব্য রচিত হয়।

Question 7

বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কোনটি?

A. বিদ্বদ্বল্লভ ✔

B. বিদ্যাবল্লভ

C. মহামহোপাধ্যায়

D. বিদ্বাদ্বল্লভ

Solution:
বসন্ত রঞ্জন রায়ের উপাধি বিদ্বদ্বল্লভ। নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ তাঁকে এ উপাধি প্রদান করেন।

Question 8

চর্যাপদ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় কত সালে?

A ১৯২০

B ১৯০৭

C ১৯১৬ ✔

D ১৯২৩

Solution:
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।

Question 9

চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন-

A ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

B মুনিদত্ত

C কীর্তিচন্দ্র ✔

D শশীভূষণ দাশগুপ্ত

Solution:
কীর্তিচন্দ্র, মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন ‘চর্যাগীতিকোষবৃত্তি’ নামে। এতে মনে হয় মূল সংকলনের নাম ছিল ‘চর্যাগীতিকোষ’। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুমান যে পুঁথিটির নাম ছিল ‘চর্যাগীতিকোষ’ এবং সংস্কৃত টীকার নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’।

Question 10

মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি কে ছিলেন?

A জয়দেব

B বিদ্যাপতি ✔

C জ্ঞানদাস

D গোবিন্দদাস

Solution:
ড. শহীদুল্লাহর মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৯০ – ১৪৯০ খ্রি.। বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করলেও তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শৈব। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন।

Question 11

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?

A বৈষ্ণব পদাবলি ✔

B জীবনী সাহিত্য

C অনুবাদ সাহিত্য

D শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

Solution:
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি। এগুলো মূলত রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান।

Question 12

রসগত দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত-

A পদাবলি

B ধামালি ✔

C প্রেমগীতি

D নাটগীতি

Solution:
গঠননৈপুণ্যের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ পদই কৃষ্ণ-রাধা-বড়ায়ির সংলাপ। কোনো কোনো পদ দুজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাধা বা কৃষ্ণের একান্ত মনোভাব প্রকাশ করে। যেহেতু কথোপকথনে মনোভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ পেয়েছে তাই এগুলোকে গানে রচিত নাটকীয় সংলাপ ও বলা যায়। রসগত দিক থেকে সমগ্র কাব্যজুড়ে ধামালি প্রধান হয়ে উঠেছে। ধামালি কথাটির অর্থ রঙ্গরস, পরিহাস বাক্য, কৌতুক। রঙ্গ তামাসার কালে কপট দম্ভ প্রকাশ করে যে সব উক্তি করা হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাকে ধামালি বলে। বড়ু চণ্ডীদাস তার বিবরণে লিখেছেন-'রঙ্গে ধামালি বোলে দেব বনমালী'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আঙ্গিক বা গঠনগত দিক থেকে নাটগীতি, প্রকরণে পদাবলি, শোণিত প্রেমগীতি ও রস সঞ্চালনায় ভূমিকা পালন করেছে ধামালি।

Question 13

চর্যাপদের কোন পদকর্তা বাঙ্গালি ছিলেন?

A কাহ্নপা

B ডোম্বীপা

C শবরপা ✔

D ডোম্বীপা

Solution:
শবরপা ছিলেন বাঙ্গালি এবং তিনি ছিলেন ব্যাধ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সালে বর্তমান ছিলেন। 'আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।' -ভুসুকুর এই উক্তিকে প্রমাণ স্বরূপ মনে করে তাঁকে বাঙ্গালি অনুমান করা হয়। শবরপা যে বাঙ্গালি এটা প্রমাণিত। (সূত্র: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম)।

Question 14

চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?

A অক্ষরবৃত্ত

B কলাবৃত্ত ✔

C লৌকিক

D স্বরবৃত্ত

Solution:
চর্যাপদের পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভবপর নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীনে বিবেচ্য। মাত্রাবৃত্তছন্দের অপর নাম কলাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

Question 15

চর্যাপদে নিচের কোন পদ পাওয়া যায় নি?

A ২৪ ✓

B ২৭

C ২৯

D ৩১

Solution:
চর্যাপদে যে পদগুলো পাওয়া যায় নি সেগুলো হলো: ২৪ (কাহ্নপা রচিত), ২৫ (তন্ত্রীপা রচিত), ৪৮ (কুক্কুরীপা রচিত) সংখ্যক।

Question 16

কোন শাসকদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?

A মুঘল

B সেন

C পাল

D তুর্কি ✓

Solution:
তুর্কিদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এদেশ থেকে পালিয়ে নেপালে শরণার্থী হয়েছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

Question 17

‘বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা’- বৈষ্ণব পদটির রচয়িতা-

A বিদ্যাপতি

B চণ্ডীদাস ✓

C জ্ঞানদাস

D গোবিন্দদাস

Solution:

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয়কে সীমাহীন রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। চণ্ডীদাসের কতকগুলো পঙ্‌ক্তি প্রবাদের মত:

- ‘বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা’।
- ‘গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল’।
- ‘ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ’।
- ‘তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ’।

Question 18

নিম্নোক্তদের মধ্যে চর্যাপদের কবি নন-

A. আর্যদেবপা

B. দারিকপা

C. তাড়কপা

D. মহীজপা ✔

Solution:

চর্যাপদের কবির নাম:
আর্যদেবপা, ভাদেপা, ভুসুকুপা, চাটিল্লপা, দারিকপা, ধর্মপা, ঢেণ্ডণপা, ডোম্বীপা, গুণ্ডুরীপা, জয়নন্দীপা, কাহ্নপা, কম্বলাম্বরপা, কঙ্কণপা, কুক্কুরীপা, লুইপা, মহীধরপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা, তাড়কপা, তন্ত্রীপা, বীণাপা, বিরুপা। মহীজপা চর্যাপদের কবি নন।

Question 19

মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি?

A. বিজয়গুপ্ত

B. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ✔

C. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

D. কানাহরি দত্ত

Solution:
বাংলা সাহিত্যের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যযুগ বলতে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি আঠারো শতকের মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য (১৭৫২-৫৩) রচনা। তাকে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি বলা হয়।

Question 20

কোন কোন ভাষার মিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষা তৈরি হয়?

A বাংলা ও অসমীয়া

B সংস্কৃত ও মৈথিলি

C বাংলা ও মৈথিলি ✔

D বাংলা ও সংস্কৃত

Solution:
ব্রজবুলি ভাষা এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা তৈরি হলেও এতে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ আছে।

Question 21

'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে চর্যায় কতজন কবির পদ পাওয়া গেছে?

A ২৪

B ২৩ ✔

C ২২

D ২১

Solution:
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন।

Question 22

বিষয়বস্তু অনুসারে মঙ্গলকাব্যকে কয়টি ধারায় বিভক্ত করা যায়?

A ২ ✔

B ৩

C ৪

D ৫

Solution:
বিষয়বস্তু অনুসারে মঙ্গলকাব্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। একটি খাঁটি মঙ্গলকাব্যের ধারা, অপরটি পুরাণাশ্রয়ী ধারা। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল প্রথম ধারায় অন্তর্ভুক্ত। অপ্রধান শ্রেণি হিসেবে শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারাটি বিশুদ্ধ পুরাণকেন্দ্রিক; যেমন- দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডিকাবিজয়, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গৌরীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি।

Question 23

পুরাণাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্য কোনটি?

A রায়মঙ্গল

B গৌরীমঙ্গল ✔

C কালিকামঙ্গল

D চণ্ডীমঙ্গল

Solution:
বিষয়বস্তু অনুসারে মঙ্গলকাব্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। একটি খাঁটি মঙ্গলকাব্যের ধারা, অপরটি পুরাণাশ্রয়ী ধারা। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল প্রথম ধারায় অন্তর্ভুক্ত। অপ্রধান শ্রেণি হিসেবে শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারাটি বিশুদ্ধ পুরাণকেন্দ্রিক; যেমন- দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডিকাবিজয়, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গৌরীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি।

Question 24

মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ চরিত্রগুলোতে কোন আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়?

A আর্য

B নিষাদ

C অস্ট্রিক ✔

D মঙ্গোলয়েড

Solution:
মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেবদেবী অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদিম লোকায়ত সমাজের। বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে ও সমাজে এঁদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। অস্ট্রিকদের দেবী হলেন শিবের মানসকন্যা মনসা, অনার্য ব্যাধ জাতির দেবী চণ্ডী হলেন শিবের গৃহিণী। সূর্যদেবতা হলেন কূর্মরূপী ধর্মঠাকুর।

Question 25

‘সুকবি বল্লভ’ উপাধি কার ছিল?

A নারায়ণ দেব ✔

B কেতকাদাস

C দ্বিজ মাধব

D ঘনরাম চক্রবর্তী

Solution:
কবি নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল ‘সুকবি বল্লভ’। তাঁর কাব্যের নাম ‘পদ্মপুরাণ’।

Question 26

দ্বিজমাধব কোন ধারার কবি ছিলেন?

A মনসামঙ্গল

B কালিকামঙ্গল

C ধর্মমঙ্গল

D চণ্ডীমঙ্গল ✔

Solution:
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কবি দ্বিজমাধবকে ‘স্বভাবকবি’ বলা হয়। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ চণ্ডী নামক লৌকিক-পৌরাণিক দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত কাব্য সম্ভবত মানিক দত্ত এই কাব্যধারার প্রথম কবি। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তাঁর কাব্য রচনা করেন। চৈতন্য-উত্তর কালে দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব দেব (এর কাব্যের নাম সারদাচরিত) প্রমুখ চণ্ডীমঙ্গলের খ্যাতনামা কবি।

Question 27

‘লাউ সেনের গল্প’ মঙ্গলকাব্যের কোন ধারার অন্তর্ভুক্ত?

A ধর্মমঙ্গল ✓

B মনসামঙ্গল

C চণ্ডীমঙ্গল

D অন্নদামঙ্গল

Solution:
ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত- রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউ সেনের গল্প।

Question 28

মনসামঙ্গল কাব্য ধারা মূল প্রতিপাদ্য কী?

A দেবতার ভীতি প্রদর্শন

B সর্পদেবী মনসার প্রচারণা

C অভিজাত শ্রেণির ওপর প্রান্তিক মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ✓

D সমাজের জনমনে দেবতাপ্রীতি সৃষ্টি

Solution:
মনসা দেবীর উদ্ভব সম্পর্কে কোনো সমাজের প্রজনন শক্তিপূজার কথা বলা হয়, দক্ষিণ ভারতের সর্পদেবী ‘মনচা আম্‌সা’, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলি তারা প্রভৃতির মিশ্র প্রেরণা সক্রিয় ছিল। পরে সর্বদেবী মনসা শিবের কন্যা পরিচয়ে অভিজাত সমাজে স্থান লাভ করে। অভিজাত শ্রেণির ওপর প্রান্তিক মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা মনসামঙ্গলের মূল কথা।

Question 29

বাংলা লৌকিক জীবনাচার থেকে উদ্ভব ঘটেছে কোনটির?

A মনসামঙ্গল ✓

B গীতগোবিন্দম্

C রামায়ণ

D শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

Solution:

সাপের দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে রচিত কাব্য 'মনসামঙ্গল'। একে 'পদ্মপুরাণ' বলেও অভিহিত করা হয়। রামায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ-কাহিনি মূলত সংস্কৃত প্রভাবিত। বাংলার প্রাকৃত জীবন, এর লৌকিক জীবনাচার থেকে উদ্ভব ঘটেছে মনসামঙ্গলের। চাঁদ সদাগরের প্রথম দিকে মনসা বিরূপতা, পরে মনসা দেবীর অলৌকিক শক্তির প্রভাব স্বীকার করে তার বশ্যতা স্বীকার করাই মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের প্রধান আখ্যান। এই কাহিনি চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে নদনদী পরিবেষ্টিত গ্রাম বাংলার সর্প ভয়ে ভীত সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

Question 30

কে মনসামঙ্গলের কাব্য রচনা করেন নি?

A. ক্ষেমানন্দ

B. দ্বিজমাধব ✔

C. কেতকা দাস

D. দ্বিজ বংশীদাস

Solution:

কানা হরিদত্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি। এছাড়াও বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ প্রমুখ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।